কাল্‌ব-বাংলাদেশ সমবায় অন্দোলনের মাইল ফলক

ফাদার ইয়াং ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিষ্ক্রিয় ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোকে সচল করার পাশাপাশি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও আলাপ আলোচনার পর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলার ১১টি ক্রেডিট ইউনিয়নের অংশগ্রহণে ক্রেডিট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৬ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তরে কাল্‌ব নিবন্ধন লাভ করে।

বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের অবস্থা

৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত দেশের ৫১টি জেলার ২০৫ টি উপজেলায় ৮৫৬টি ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করা সম্ভব হয়েছে। ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ এবং সদস্যদের সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ ১২শ কোটি টাকার বেশী। এই কর্মসূচীর অধীনে কাল্‌ব সদস্যভুক্ত ক্রেডিট ইউনিয়ন ২৭৫টি।

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-আমাদের অহংকার

সৃষ্টির প্রেক্ষাপট-শুরু হয়েছিল যেভাবে

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর দশটা এলাকার মত মঠবাড়ী এলাকার জনগনের আয়ের প্রধান উৎস ছিল কৃষি কাজ। মঠবাড়ী অঞ্চলের মাটি লাল ও উঁচু। একটু বৃষ্টিতে কাঁদায় ভরে যায় আবার রোদ উঠলেই মাটি শুকিয়ে শক্ত কাঠের মত। আবার অনেকে টেংগুইরা বলে মন্তব্য করে থাকেন। সমস্ত এলাকাই বড় বড় গাছে বেষ্টিত বলে জঙ্গলের আর্শীবাদও আমাদের রয়েছে। জঙ্গলাবেষ্ঠিত জমিতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন করা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে মৌসুমী ফল ও জমিতে জন্মানো শস্যের উপর নির্ভর করতো মঠবাড়ীবাসীর পারিবারিক তথা তাদের আর্থিক অবস্থা। যে বছর মৌসুমী বৃষ্টি সময় মত হতো, সে বছর তাদের ক্ষেতে ফলতো সোনার ফসল, গাছে গাছে থাকতো মৌসুমী ফল। সে বছর আমাদের মুখেও থাকতো হাসি। এতো চেষ্টার পরেও আমাদের বেশীর ভাগ পরিবার ছিল অস্বচ্ছল ও আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে। তাই পারিবারিক কোন বড় ধরণের কাজ যেমন-বাড়ী তৈরী, ছেলে বা মেয়ের বিয়ে, বাবা-মা বা ছেলে-মেয়ের চিকিৎসা, পড়াশুনা ইত্যাদি করতে গেলেই বাড়ীর সব বড় বড় ফলজ গাছ অথবা ফসলি জমি বিক্রির মত বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হতো। নগদ টাকার প্রয়োজন মেটাতে সুদ ব্যবসায়ীদের নিকট হতে চঁড়া সুদে টাকা ধার নিতে হতো। কিন্তু সে টাকা আর কোন দিনই শোধ করা হয়ে উঠতোনা। টাকার বদলে সুদ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে হতো পৈতৃক সম্পত্তি। দিনের পর দিন আমাদের জমি হাত ছাড়া হতে থাকে।

অভাবের সময় প্রয়োজনীয় টাকা জোগার করার জন্য শরীরের ঘাম ঝঁড়ানো, রৌদ্রে পুড়া কষ্টে জন্মানো জমির ধান অল্প মূল্যে মহাজনদের নিকট তুলে দিতে হতো। আবার চঁড়া দাম দিয়ে প্রয়োজনের সময় সেই ধানই ক্রয় করে সংসারের খাবার জোগার করতে হতো। ফলে দিনের পর দিন অভাব আমাদের নিঃস্ব করেছে। ধ্বংস করেছে আমাদের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ, নিঃস্ব হয়েছি আমরা।

মঠবাড়ীর এ চিত্র আমাদের খ্রিস্টান সমাজের প্রায় সব জায়গাতেই একই রকম ছিল। আমাদের এ দূর অবস্থার কথা চিন্তা করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন আমাদের ধর্ম-গুরুরা। কিভাবে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার পথ খুঁজতে শুরু করলেন। তারা পথ খুঁজতে থাকলেন কিভাবে সমাজের সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত করা যায়? কি ভাবে সমাজের অর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? কি ভাবে আর্থিক স্বনির্ভরতা আনার মাধ্যমে সামাজিক সম্পদ বেহাত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়? এ থেকে মুক্তির প্রয়াসে চার্চের ফাদারগন মিশন বা কেন্দ্রীয় সমিতির নেতা ও গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে শলাপরামর্শ করতে থাকেন তৎকালীন পাল পুরোহিত রেভা: ফাদার বার্গম্যান সিএসসি। তার বলিষ্ঠ উদ্যোগ, নেতৃত্ব ও পরিশ্রমের ফলে সংগঠিত হতে পেরেছিল তৎকালীন সুন্দর ও সুখী মঠবাড়ীর স্বপ্ন দ্রষ্টাগন।